দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষক সংকট

■ হরলাল ভৌমিক, চৌমুহনী (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

উইভিং স্কুল থেকে পর্যায়ক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত হওয়া বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চরম শিক্ষক সংকটের ফলে পাঠদানে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। কলেজ অফিস সূত্রে জানা যায়, একসময় নোয়াখালীর তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য ছিল। তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে চৌমুহনী শহরের চৌরাস্তার দক্ষিণে ব্রিটিশ আমলে উইভিং স্কুল স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরে ছয় মাসের ট্রেড কোর্স, দু'বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স, তিনবছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স, চারবছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। পরে ২০০৬-০৭ সালে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করে চার বছরের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করে। বর্তমানে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটির অধীনে কলেজে ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু রয়েছে। ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স চালুর অপেক্ষায় আছে। ট্রেড কোর্স ছাড়াও বিজনেস এন্ড কমিউনিকেটিভ, ইংরেজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ইলিমেন্টস অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলিমেন্টস অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অংক, রসায়ন, পদার্থ, কম্পিউটার, পরিসংখ্যান বিষয় রয়েছে।

প্রতি ট্রেডে একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক একজন, সহকারী অধ্যাপক একজন ও দু'জন প্রভাষক থাকার কথা। চার ট্রেডে চারজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক থাকলেও একজন অধ্যক্ষের, আরেকজন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে থাকায় তাদের পক্ষে পাঠদান করা সম্ভব হয় না। এছাড়া প্রত্যেক ট্রেডে ২/১ জন করে প্রভাষক রয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর জন্য কোন শিক্ষক নেই। দাপ্তরিক স্টাফ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম রয়েছে।

বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবু নাছের মোহাম্মদ শামীম জানান, শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। পার্টটাইম শিক্ষক এনে কিছু ক্লাস চালিয়ে নিতে হচ্ছে। শিক্ষক ছাড়াও ৫জন ফোরম্যান, ৫ জন ওয়ার্কশপ সুপারভাইজার থাকার কথা থাকলেও একজনও নেই। এতে প্রতিষ্ঠানের পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের ব্যাপারটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে থাকলেও কোন ফলোদয় হচ্ছে না।